সংবাদ

তারিখ 17 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত

কোচিং সেন্টারে চলে শিক্ষা বাণিজ্য প্রতারণা ও নানা অপকর্ম

● অবিলম্বে নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবি

রাকিব উদ্দিন

শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক কোচিং বা প্রাইভেট সেন্টার বন্ধ নয়, সব ধরনের কোচিং বাণিজ্য বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা। তারা বলেছেন, ভর্তি কোচিংয়ের নামে রাজধানীসহ সারাদেশে চলছে শিক্ষাবাণিজ্য, প্রতারণা, দুর্নীতি ও অত্যাচার। অনেক কোচিং সেন্টারে ছাত্রছাত্রীদের উগ্র ধর্মীয় মতাদর্শ লালন ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রাইভেট পাঠদানের আড়ালে কয়েকটি ভর্তি কোচিং সেন্টারে চলছে ছাত্রশিবির ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হিযবুত তাহ্‌রীর কার্যক্রম। তাই অবিলম্বে কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী সংবাদ'কে বলেছেন, সব ধরনের কোচিং বাণিজ্যের লাগাম টানতে হবে। কারণ কোচিং মানেই অনৈতিক ব্যবসা ও এক ধরনের প্রতারণা। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পরনির্ভরশীল করা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারে লিপ্ত করা হচ্ছে, নিষিদ্ধ ঘোষিত মতাদর্শ প্রচার ও উগ্রধর্মীয় আদর্শ লালন করা হচ্ছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন করায় সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয় আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত আকারে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কোচিং কার্যক্রম চলতে পারে।

কোন কোচিং সেন্টারই শিক্ষা সহায়ক নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, এসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিধিবদ্ধভাবে চলছে না। স্থানীয় অসাধু রাজনৈতিক ব্যক্তি, বেকার যুবক ও অনেক ক্ষেত্রে সমাজের

কোচিং : পৃষ্ঠা : ২ ক

কোচিং : সেন্টারে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বিপথগামী ব্যক্তিরাই কোচিং বাণিজ্য করছে। ফলে এগুলোতে ভর্তি হয়ে ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশের পথ রুদ্ধ হচ্ছে। সংকুচিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল শক্তি।

ভর্তি কোচিংয়ের নামে প্রতারণা : জানা গেছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ এবং সাধারণ কলেজে ভর্তির কোচিংয়ের নামে দীর্ঘ দিন ধরে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় চলছে শিক্ষাবাণিজ্য। এগুলোর মধ্যে ইউনিভার্সিটি ভর্তি কোচিং (ইউসিসি), রেটিনা, ফোকাস, ঢাকা কোচিং, ইউনিএইড, শুভেচ্ছা, বুয়েটেক, স্যাভার্ড অন্যতম। আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকায় ভাড়া বাড়িতে এসব কোচিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এরমধ্যে রেটিনা ও ফোকাসে কোচিং বাণিজ্যের আড়ালে ছাত্রশিবিরের রাজনৈতিক কার্যক্রম চর্চা হয় বলে অভিযোগ আছে।

তাছাড়া ভর্তি কোচিং সেন্টারের হর্তাকর্তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে থাকেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। মোটা অংকের ফি হাতিয়ে নিতে অনেক কোচিং সেন্টারের মালিক পাঠদানের নামে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগও করে দিয়ে থাকে। এগুলোতে চলে নিষিদ্ধ পণ্যের বাণিজ্য। কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষা সহায়ক প্রতিষ্ঠান নয় বলেও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।

এ বিষয়ে সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ইনছান আলী সংবাদ'কে বলেছেন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোন কোচিং সেন্টার থাকতে পারে না। কারণ শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের প্রকৃত স্থান হলো সরকার স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

তিনি বলেন, দেশের সব জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে কোচিং সেন্টার। এগুলো দেখে শিক্ষকদের প্রতি চেয়ে চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই কোচিংবাণিজ্য বন্ধে সরকার অনড় থাকলে এবং শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করলে এই ধরনের অনৈতিক বাণিজ্য রোধ করা সম্ভব। কারণ অধিকাংশ শিক্ষকই কোচিং বাণিজ্যের বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বৃহস্পতিবার 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২' শীর্ষক এক নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে। এই নীতিমালায় আওতায় থাকবে সরকারি/বেসরকারি স্কুল (নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক), কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর), মাদ্রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল) এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু ভর্তি কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এই নীতিমালায় কোন কিছুর উল্লেখ নেই।

শহিদুল ইসলামের দু'ছেলে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে লেখাপড়া করছে। একজন পড়ছে সপ্তম শ্রেণীতে এবং আরেকজন পড়ছে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। শহিদুল ইসলাম অবিলম্বে কোচিং বাণিজ্যের লাগাম টানার দাবি জানিয়ে সংবাদ'কে বলেন, দু'ছেলেকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রেণী শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়াতে হচ্ছে। এতে তাদের জন্য স্কুলের বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচ ছাড়াই প্রতি মাসে খরচ হচ্ছে প্রায় ১৫ হাজার টাকা।